রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমতা এবং সামরিক শক্তি ব্যবহারে রাষ্ট্রের বৈধতার নামেই এ জাতীয় সন্ত্রাস নেমে আসে। 'জাতীয় স্বার্থ' রক্ষার নামে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের একাংশকে নির্বিচারে হত্যা করে, যা আসলে 'জাতীয় স্বার্থ'র আড়ালে নির্দিষ্ট একটি শাসনের স্বার্থ রক্ষারই নামান্তর মাত্র।

গণহত্যার ঘটনায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী দেশের নেতৃত্বকেই তার জন্য দায়ী করেছে। যুগোস্লাভিয়ার যুদ্ধাপরাধী ট্রাইবুনালের কথা উল্লেখ করা যায়।

অন্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে জঙ্গি কার্যকলাপ করা সত্ত্বেও রাষ্ট্র সেইসব নেতাদের আড়াল করছে, ফলে সরকারি নথিপত্রে সেইসব অপরাধের কোনো রেকর্ড থাকছে না। চিলি, আর্জেন্টিনা, পেরু এবং ব্রাজিলের মতো লাতিন আমেরিকার সামরিক শাসকেরা বিরোধী শক্তি, বিশেষ করে বামপন্থীদের সন্ত্রস্ত করতে জঙ্গিদের বৈধ ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছিল। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের রিপোর্ট এবং তার পরবর্তী অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে, অনেক সময়ই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মোকাবিলায় ডেথ স্কোয়াডগুলি সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে। এই কার্যকলাপগুলিকে

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইতিহাসে দেখা গেছে, রাজনৈতিক মতবিরোধকে আড়াল করতে অনেক সময় সন্ত্রাসবাদী শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত চরমপন্থী দলগুলি, যারা বিশ্বাস করত ঔপনিবেশিক শাসনকে একমাত্র হিংসাত্মক পথেই মোকাবিলা করা যায়, ইতিহাসে তারা সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী হিসেবে আখ্যা পেয়েছে। সর্বত্রই স্বাধীনতা আন্দোলনের

একটি অন্যতম র‍্যাডিকাল অংশ এই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি।

রাজনৈতিক হিংসা ব্যবহারের দীর্ঘতম ইতিহাস রয়েছে আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির (আই আর এ)। তবে তাদের এই হিংসাশ্রয়ী আন্দোলনের শিকড় নিহিত রয়েছে ১৮৫৮ সালের আইরিশ ভ্রাতৃত্ববোধের সহিংস সংগ্রামের মধ্যেই। আইরিশ জঙ্গি এবং রাশিয়ার নিহিলিস্টরা উভয়েই অত্যাচারী শাসনের সঙ্গে যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদাধিকারীদের হত্যা করার সংকল্পের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন। ভারতবর্ষে ১৮৯৭ সালে পুনায় দুই কুখ্যাত ব্রিটিশ কর্মচারীকে হত্যা করেন চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়।

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা কাঠামোর পরিবর্তন

আমেরিকার স্বার্থের অনুকূলে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য। আর এ কাজে তাদের হাতিয়ার হলো ওসামা বিন লাদেন এবং আল-কায়দা, পদ্ধতি হলো বিদেশে সামরিক শাসনের মার্কিনি নীতি।

ট্রেড টাওয়ারে বিমান হানার অন্যতম মাথা ওসামা বিন লাদেন মার্কিন নীতি নির্ধারকদের কাছে রীতিমতো পরিচিত। সে পরিচয়ও খুব নতুন নয়। ১৯৭০ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখলদারির বিরুদ্ধে ওসামার মতো জিহাদিরা যখন লড়ছিলেন, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাছাড়া, একথা আজ সবাই জানেন যে হ্যালিবার্টনের মতো মার্কিন তেল কোম্পানিগুলি তালিবানদের সঙ্গে তেল সরবরাহ নিয়ে সমঝোতায় আসার চেষ্টা করেছিল। এশিয়ার বাজারে তেলের জোগান দিতে আফগানিস্তানের ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে মধ্য এশিয়া থেকে তেল ও গ্যাস নিয়ে আসার দায়িত্ব ছিল বিন লাদেনের।[৮] কিন্তু তালিবানদের নীতি নিয়ে মার্কিন মানবাধিকার সংগঠনগুলি সমালোচনায় সরব হওয়ায় সেই পরিকল্পনা কার্যকরী হয়নি। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় আরো একবার সেই সুযোগ এসে গেল।

নিজের লক্ষ্য স্থির রেখে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একটি আন্তর্জাতিক জোট গড়ে তুলল আমেরিকা। 'যে দেশ আমাদের সঙ্গে নেই, তারাই সন্ত্রাসবাদের পক্ষে'—বুশের এই ঘোষণা স্পষ্টতই দেশগুলিকে দু-ভাগে ভাগ করে দিল। হয় মার্কিন স্বার্থ রক্ষা করতে হবে, নয়তো দুর্বৃত্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত হবার ঝুঁকি নিতে হবে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে এই জোটে যে সব দেশ সামিল হলো, তারা অনেকেই স্বদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছিল। কিন্তু ওই জোটে সামিল হওয়ার সুবাদে এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের ক্ষমা করে দিল। শুধু তাই নয়, চেচেন বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করতে রাশিয়ার সামরিক বাহিনী যে অত্যাচার চালিয়েছিল তা নিয়ে দীর্ঘদিন সরব ছিল পশ্চিম ইউরোপ। সেই বিতর্কও ধামাচাপা পড়ে গেল। উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান এবং সৌদি আরবের কর্তৃত্ববাদী শাসন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সমালোচনাও আর শোনা গেল না। সাহায্যের বন্যা বয়ে যেতে পাকিস্তানের

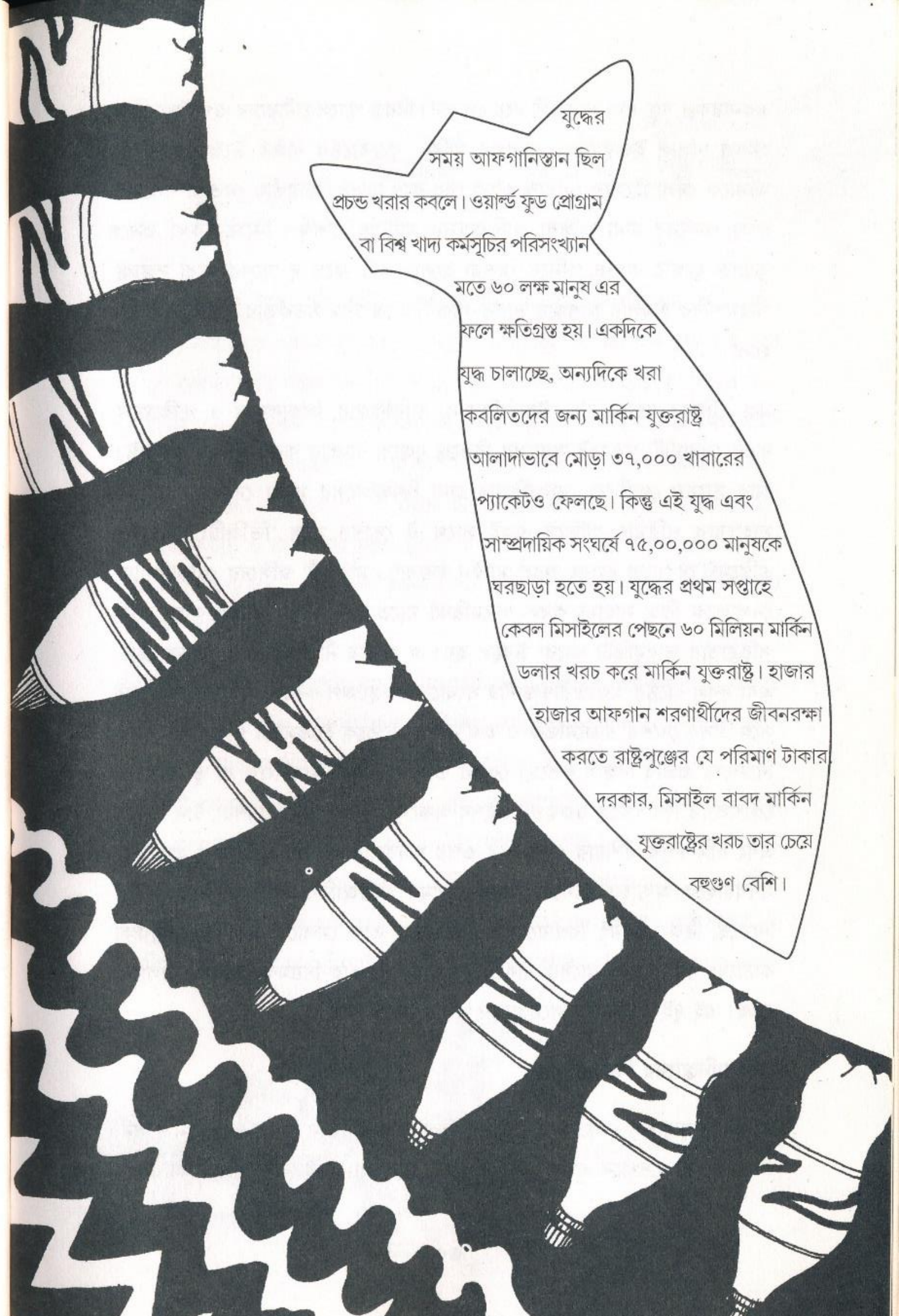

যুদ্ধের সময় আফগানিস্তান ছিল প্রচন্ড খরার কবলে। ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম বা বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির পরিসংখ্যান মতে ৬০ লক্ষ মানুষ এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একদিকে যুদ্ধ চালাচ্ছে, অন্যদিকে খরা কবলিতদের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আলাদাভাবে মোড়া ৩৭,০০০ খাবারের প্যাকেটও ফেলছে। কিন্তু এই যুদ্ধ এবং সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে ৭৫,০০,০০০ মানুষকে ঘরছাড়া হতে হয়। যুদ্ধের প্রথম সপ্তাহে কেবল মিসাইলের পেছনে ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। হাজার হাজার আফগান শরণার্থীদের জীবনরক্ষা করতে রাষ্ট্রপুঞ্জের যে পরিমাণ টাকার দরকার, মিসাইল বাবদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খরচ তার চেয়ে বহুগুণ বেশি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে দেশগুলিকে আক্রমণ করেছে

চীন ১৯৪৫-৪৬, ১৯৫০-৫৩

গুয়েতামালা
১৯৫৪, ১৯৬০,
১৯৬৭-৬৯

ইন্দোনেশিয়া ১৯৫৮

কিউবা ১৯৫৯-৬০

ভিয়েতনাম ১৯৬১-৭৩

লাওস ১৯৬৪-৭৩

কাম্বোডিয়া

নিকারাগুয়া ৮০র দশক

এল সালভাদোর ৮০র দশক

গ্রনাডা ১৯৮৩

সুদান ১৯৯৮

প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়া ১৯৯৯

ইরাক ১

০-৫৩
কোরিয়া ১৯৫০-৫৩
কঙ্গো ১৯৬৪
পেরু ১৯৬৫
লেবানন ১৯৮৩-৮৪
লিবিয়া ১৯৬৬
কাম্বোডিয়া ১৯৬৯-৭০
বসনিয়া ১৯৯৫
পানামা ১৯৮৯
ইরাক ১৯৯১-?
আফগানিস্তান ১৯৯৮, ২০০১-?